The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp.195 - 198)
Published in October, 2025

নান্দনিকতার দৃষ্টিতে সংগীতের সাধনা ও ভাব

মনিকা বিশ্বাস *

প্রতিপাদ্যসার: সংগীত এক অনন্য শিল্প। সংগীত আমাদের আবেগ ও চেতনাকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতির বিষয়গুলির মধ্যে সংগীতকে শ্রেষ্ঠতম স্থান দেয়া হয়েছে। সুর ও ছন্দের অসামান্য মিলনেই সৃষ্টি হয় সংগীত। সংগীত শিল্পী সাধকেরা সংগীতের রূপকে সাধনা ও ভাবের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন। সংগীতের সকল উপাদানের মাধুর্যকে ইতিহাসের নিরিখে পরিবেশন করার জন্য শিল্পীরা সাধনা করে থাকেন। তাই সাধনার মাধ্যমে শিল্পীর মনে ভাবের সঞ্চার হয়।ফলে নতুন কিছু সৃষ্টির উম্মাদনা কাজ করে। কালের বিবর্তনে সংগীতের বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে শ্রোতা ও শিল্পী উভয়ই সৌন্দর্য অন্বেষণের ফলে সংগীত নান্দনিকতার এক অপূর্ব মায়ায় যুক্ত হয়ছে। সুরের নান্দনিক প্রয়োগে এবং শিল্পীর ভাব, রসবোধের গুণে সংগীত একটি ভিন্ন মাত্র ধারণ করে। সংগীতকে নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে সংগীতের উচ্চ গুণ পরিলক্ষিত হয়। সংগীতের মাধ্যমে আমাদের মনের ভাব যত সহজ ভাবে ব্যক্ত করতে পারি তা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য। শিল্প সৃষ্টি কেবল নিজের জন্য নয়, শিল্প সৃষ্টি হয় সকলের রসানুভূতি স্ফুরণের জন্য। শিল্প সৃষ্টিতে ভাব সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে একাগ্র চিত্তে সাধনা অনিবার্য। সংগীতের সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা আনয়নে সাধনা এবং ভাবের বিকল্প কিছু নেই।

আদিমযুগ থেকেই সমাজে শিল্পকলার চর্চা শুরু। সেই সময় শিল্প কি বা তার স্বরূপই বা কি, তা কেউই জানতো না। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ সভ্য হয়েছে এবং মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব তা সুচিত হয়েছে তাঁর বুদ্ধি ও মননশীলতার মধ্য দিয়ে। মানুষের এই মননশীলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ শুধু জীবন ধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মানুষ তার বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টি করেছে। আবার সেই সৃষ্টির স্বরূপকে বুঝতেও চেষ্টা করেছে। শিল্পের ব্যাপকতা এত প্রগাঢ় যে ছোট পরিসরে একটি সংজ্ঞার দ্বারা তার বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। শিল্পের সাধনা ও রচনা শিল্পীর আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলে। শিল্প মানব মনের আনন্দ উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ এবং সেই শিল্পকে সৌন্দর্যের দিক থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নন্দনতত্ত্ব। নন্দন তত্ত্ব একটি প্রাচীন শাস্ত্র। এই নন্দন-তত্ত্বের জন্ম শিল্প সৃষ্টির সম-সাময়িক কালে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছেন-"নন্দনতত্ত্বের সূত্র সমূহ শিল্পসৃষ্টির পথ নির্দেশক নয়। এসব সূত্রের সাহায্যে শিল্পকে এবং তার অন্তর্গত সৌন্দর্য চেতনাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়" (ইসলাম ৭)।

প্রকৃতির নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গির যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা মনে ধারণ করে তার সাথে নিজের মনের ভাবনা ও কল্পনা মিশিয়ে মানুষ সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে। শিল্পীরা তাদের মনের ভাব নিজস্ব সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে আর নন্দনতত্ত্ব এই প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল নিয়েই বিশ্লেষণ করে। জীবনকে সুপরিচালিত করার লক্ষ্যে মানুষকে সবসময় তাড়িত করে তারই পূর্ণতা দেয় 'শিল্প'। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার পেছনে শিল্পবোধ অন্যতম কারণ। এই বোধ মানুষের বিশেষ একটি ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করে এবং যার দ্বারা মানুষের শিল্পযাত্রা সূচিত হয়, তা হল সৃজনশীলতা। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছেন- "নন্দনতত্ত্ব একটি প্রধান প্রচেষ্টা শিল্পের সংকেত ও প্রতীকের অর্থ উদ্ধার করা, কারণ এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃষ্টিশীলতার সূত্রাবলী" (ইসলাম ১০)।

* সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সৃজনশীলতা তৈরী হয় কল্পনা শক্তির ভিত্তিতে। আর কল্পনাশক্তি থেকে একটি বিশেষ অনুভূতি জন্মে, যে অনুভূতি মানুষকে সৃষ্টিশীল করে তোলে।

নন্দনতত্ত্ব একটি দর্শন। বিংশ শতকে সংগীতের নান্দনিকতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো নির্মিত হয়েছিল। যাদের মাধ্যমে তারা হলেন পিটার কিডি, রজার স্ক্রুটন, জেরল্ড লেভিনসন এবং স্টিফেন ডেভিস। তবে বহু সংগীত শিল্পী সমালোচক ও অন্যান্য অ-দার্শনিকগণও সংগীতের নান্দনিকতার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির মূখ্য দিশারী হল ভাব-কল্পনা। সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ ও হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে মানব মনের যে সম্পৃক্ততা তা সংগীতের মাধ্যমে ভাব ও রস উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় উন্মোচিত হয়ে থাকে। ভাব ও রস বিষয়গুলো মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির বহিঃ প্রকাশ। সংগীতের বিভিন্ন উপাদনের মধ্যে অন্যতম হলো ভাব। ভাব বিশ্লেষণে জার্মানির বিখ্যাত সুরকার ও সংগীতজ্ঞ সি.পি.ই বাক বলেছেন- "গায়ক যতক্ষণ না নিজ ভাবে বিভোর হচ্ছেন ততক্ষণ অন্যকে মুগ্ধ করতে পারেন না। সুতরাং শ্রোতার মনে ভাব জাগিয়ে তুলতে হলে সেই সমস্ত অনুভূতিকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হয়। তিনি তাঁর অনুভূতিকে সঞ্চারিত করেন এবং অতি প্রত্যক্ষ ভাবে তাদের সমআবেগে আর্বিভূত করেন" (বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪)।

মূল কথা হল, যেকোন শিল্পে শিল্পীর সাধনায় মূখ্য থাকে। একে ভাবের রূপায়ন বলা হয়। শ্রোতা বা দর্শকের মধ্যে সেই ভাবের সঞ্চার জাগাতে হলে সেই অনুভূতিকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে হয়। পৃথিবীর সকল সুন্দরের অনুসন্ধান ও তার রস আস্বাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সৃজনশীলতা, যার ভিত্তি কল্পনা। শিল্প সৃষ্টিতে মূল ভিত্তি হল কল্পনা। শিল্পীর অন্তরের ভাব, অনুভূতি বা কল্পনা আবেগ হয়ে শ্রোতার কাছে পৌঁছায়। দার্শনিক এ্যারিষ্টটল- "বিশুদ্ধ সুরের মধ্যে ভাবের উপাদান আছে বলে স্বীকার করেছেন" (বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫-২৯)। সংগীতের মাধ্যমে যে ভাবের প্রকাশ ঘটে তা মানব অনুভূতির প্রকাশ আর প্রকাশের কাজটি ভাবানুভূতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। দার্শনিক শুবার্ট বলেছেন- "যে অন্তরের গভীর স্তর থেকে সংগীত সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করে থাকে সেই মৌলিক শিল্প" (ঠাকুর ২৮)। দার্শনিক ম্যাথেশন মনে করেন যে- "ভাব হল এমন এক কৌশল যা দ্বারা রচয়িতা কেবল কথা বা বাণীর আশ্রয় না নিয়ে কেবল স্বর দ্বারা অর্থবোধক ভাব প্রয়োগে সংগীত শিল্প সৃষ্টি করতে পারে" (ইসলাম ৩৭)। এ থেকে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, ভাব একান্ত ভাবে আত্মার বিষয়। ভাব হল সংগীত শিল্পী ও শ্রোতার হৃদয়ের স্বরূপ প্রকাশের প্রতীক।'

ভাব প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হল সংগীত। সংগীতের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বরের আলাদা আবেগ আছে এবং স্বরের সাথে স্বরের চলন এক সাথে হয়ে তাতে আলাদা আবেগের সৃষ্টি করে। এই সুরগুলোর মাধ্যমে শিল্পীর মনে যে কল্পনার জগৎ তৈরী হয় তা সম্ভব একমাত্র সাধনা ও ভাবের মাধ্যমে। সংগীত মানেই সাধনা বা ধ্যান। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে সাধনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত কিছু গৌণ করে অসীমের দিকে সংগীতকে ধাবিত করে 'সাধনা'। সংগীত সাধনা আর ঈশ্বরের সাধনায় কোনো পার্থক্য নেই। সংগীত প্রকাশের জন্য আলাদা কোনো ভাষার প্রয়োজন হয় না, তা সাধনা ও ভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সংগীতের মাধ্যমে মানুষ শুধু বিনোদন পায় না নিজেকে ও আবিষ্কার করতে শেখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "বাহিরের দিকে যাহা আবেগ, অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য। ঈথারের স্পন্দন ও আলোকের প্রকাশ যেমন স্বতন্ত্র, ইহাও তেমনি স্বতন্ত্র" (ঠাকুর ১০)। অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রে যা মানুষ অনুভব করে, তার সাথে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করে মনের না বলা কথা অনায়াসে প্রকাশ করা যায় কল্পনার মাধ্যমে।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মূলে রয়েছে ভাব, আর এই ভাব রূপাশ্রয়ী। উত্তর ভারতীয় সংগীত তার গায়নরীতির বিশেষ গুরুত্ব বহন করলেও তার মূলে রয়েছে ভাব ও রস। ভাববাদকে শিল্পতত্ত্বে আমরা তিনটি রূপে দেখতে পায়। যারা বলেন, শিল্প অনুভব বৃত্তির সৃষ্টি তারা যেমন ভাববাদী, তেমনি যারা বিষয়বস্তু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিল্প রসস্বাদ নির্ণয়

করতে গিয়ে ভাবকে শিল্প বিষয়বস্তু বলেন তারা এবং যারা বৃত্তি বা বিষয় ভিত্তি না করে শিল্প সম্ভবজনিত মানসিক প্রতিক্রিয়ার আঁধারে শিল্প স্বরূপ নির্ণয় করেন তারাও ভাববাদী বলে গণ্য। এদের মধ্যে- হার্বার্ট স্পেনসার, হেলম হোলৎজ, কার্ল-ই সিসোর, সেসিল গ্রে প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা সকলেই মনে করেন সংগীতের উদ্দেশ্য 'ভাব' সঞ্চার করা। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছেন- "শিল্পে শৃঙ্গের ভাব সঞ্চায়িত হলে গ্রহীতার মনে যথামাত্রা ঐ ভাবের উদয় হবে এবং তিনি শিল্পবস্তুর রসাস্বাদন করবেন। কিন্তু প্রকাশিত রসমাত্রই শিল্পে বা শিল্পরসিকের মনে সঞ্চারিত হবে এমন কোন কথা নেই। এজন্য প্রতিভা, অভিজ্ঞতা, রসাস্বাদনের প্রস্তুতি। অর্থাৎ রূপসৃষ্টির মতো রসসৃষ্টি শিল্পের উদ্দেশ্য হলেও রস যেহেতু রূপ অপেক্ষা মাত্রায় দেহ নির্ভর, সেজন্য রসসঞ্চার প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি ব্যক্তি নির্ভর। শিল্পীর পরিমিতবোধে সামান্য ফাটল দেখা দিলে বা শিল্পরসিকের রুচির সামান্য স্খলন হলে রস সঠিক মাত্রায় পরিশোধিত হতে পারে না" (ঠাকুর ১২)।

ভাব রূপায়নের মুহূর্তে শিল্পীর ভবিষ্যৎ পরিণতি সমন্ধে চিন্তা আসার অর্থই তার সচেতন চিত্তের তৎপরতা। কিন্তু অজানা তথ্যের উন্মোচনের ক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসু মনের কোণে অনেক প্রশ্ন ও উৎকণ্ঠার জন্ম দেয়, যখন তা আমরা করতে পারি তার আনন্দে বিশেষ অনুভূতি জাগায়।

ভাবের তারতম্য প্রাথমিক ভাবে সুরের তারতম্যের কারণে হয়। শিল্পের কল্পনার বহিঃপ্রকাশে এর ভাবান্তর ঘটে। সংগীতের বৈচিত্র্য অনেক যা এক জীবনে সবটা আয়ত্ব করা দুরূহ। ক্রমাগত চর্চা এবং নিষ্ঠার ফলে কিছুটা সম্ভব। যিনি শিল্প রচনা করেন তিনিও রসসৃষ্টির সাধনায় মগ্ন থাকেন আবার যিনি শিল্প গ্রহণ করেন তিনিও শিল্পরস আস্বাদনের সাধনায় মগ্ন থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীত ও ভাব সমন্ধে বলেছেন- "একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ। সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিনীতে প্রকাশ করা যায়" (ঠাকুর ১২)। আনন্দ উপলব্দি করা যায় প্রকৃত ভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে, সেই ভাব সুখের কি দুঃখের তা বিচার্য নয়। শাস্ত্রীয় সংগীত উচ্চ অঙ্গের বিষয়বস্তুর সাধারন ভাবকে উত্তীর্ণ করে বিশেষ এক ভাব প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথের গান তথা বিশ্ব সংগীত দরবারে এক অনন্য সম্পদ। তাঁর বাণীর উৎকর্ষ, সুরের অভিনবত্ব, এর দার্শনিকায়ন প্রভৃতি বিষয় যথেষ্ট আলোচিত। রবীন্দ্রনাথ ভাবকেই সংগীতের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে ভাবহীন কথা যেমন অর্থহীন, সুরের বেলায় ও যত অলংকারপূর্ণ হোক না কেন, ভাব যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সংগীত প্রাণহীন। এ বিষয়ে তিনি 'সংগীতচিন্তা' গ্রন্থের সংগীত ও ভাব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলো চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাঁহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি।"(১০) তিনি সাধারণ দীর্ঘ পরিক্রমার সংগীতকে দেখতে চেয়েছেন আপন বৈশিষ্ট্যে এবং মুক্তি দিয়েছেন নিয়ম-শৃঙ্খলের নাগপাশ ছিঁড়ে। রবীন্দ্র প্রতিভার দীপ্তিতে বাংলা সাহিত্যের ভূবন ছিল আলোকউজ্জ্বল, ঠিক তখনই ধূমকেতুর ন্যায় আর্বিভাব হল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের। বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি, চেতনা, ও মননেও কবি নজরুল বহমান। কবি সংগীতের ধ্যান ধারণায় একাত্ন থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে সংগীত সৃষ্টির মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। নজরুলের গানে ভাব ও রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সংগীত ভাব প্রকাশে এবং রসব্যঞ্জণায় শ্রোতা তথা সাধারণ শিল্পরসিক থেকে শুরু করে সকল স্তরের সংগীত শিল্প রসিকের কাছে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি নজরুল তার গানে বলেছেন

"যুগ যুগ ধরি লোকে লোকে মোর
প্রভুরে খুঁজিয়া বেড়াই
সংসারে মোহে প্রাতিও স্নেহে

আমরা স্বামী বিনে নাই সুখ নাই।
তার চরণ পাবার আশা লয়ে মনে
ফুটিলাম ফুল হয়ে কতবার বনে..
পাখী হয়ে তার নাম শতবার গাহিলাম
তবু হয় কভু তার দেখা নাহি পাই" (হুদা ৬৪১)।

উপরোক্ত গানটি কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের সঙ্গে মানুষের স্নেহ, ভালবাসার বন্ধন, প্রকৃতি আকাশ-বাতাস, সব কিছুর মধ্যে কবি সুখ ও শান্তিকে খুঁজেছেন। এ গানের বাণী ও সুরের গভীরতার মধ্যে দিয়ে নজরুল ভাব প্রকাশ করেছেন। গানের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয়, রবীন্দ্র, নজরুল, লোক সংগীত সকল ধরনের সুর সংযোজন ভাব- ব্যঞ্জনার বিশাল ও প্রকাশ এবং সাধনায় অনিন্দ্য প্রকাশের অপরূপ সুর মূচ্ছনায় সংগীত এক মোহন প্রকাশ। প্রকৃত সাধনা এবং ভাবের সার্থক রূপায়নের সাথে সাথে নিজস্ব অনুভূতি যুক্ত করলে তখনই গান সত্যিকারের সংগীত হয়ে উঠবে।

উপসংহার

সংগীত একটি সুকুমার শিল্পচর্চার বিষয়। যে কোন সংগীতের ভাব ও রস গায়নের দ্বারাই ব্যক্ত হয়। চর্চা এবং সাধনার ফলে একসময় ভাব ও বোধের উদয় হয়। সংগীতের ভাবের সাথে শিল্পীর নিজস্ব ভাব প্রযুক্ত হয়ে যে রূপ সৃষ্টি করে তার মধ্য দিয়েই সংগীত শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং নান্দনিক হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। *নন্দনতত্ত্ব*। সন্দেশ, ২০০৬।

অমিয়রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় [উদ্ধৃতি]। *সংগীতের শিল্পদর্শন*, দে বুক ষ্টোর, ১৯৭৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *সংগীত চিন্তা*, বিশ্বভারতী, গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।

H.M.V.N 7377, শিল্পী- শংকর মিত্র, ভজন, তাল-কাহারবা, দ্রষ্টব্যঃ মুহম্মদ নুরুল হুদা, সুধীর দাশ ও রশিদুন নবী (সম্পা)। *নজরুল স্বরলিপি* সংগ্রহ, নজরুল ইনষ্টিটিউড, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭।